সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬৮
WEEKLY BOOKLET:468

ইমাম গাজ্জালীর

মূল্যবান বাণী (পর্বঃ ২)

(ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুম" থেকে সংকলিত জ্ঞান, আমল, শিষ্টাচার ও আত্মশুদ্ধির এক অপূর্ব উপহার)

শিক্ষার্থীদের আদব (শিষ্টাচার) ০২
নূরের ৭০টি পর্দা ০৭
সর্বপ্রথম চারটি বিদআত ১০
দুঃখ হ্রাস পাবে আর বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে ১৭



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইমাম গাজ্জালীর মূল্যবান বাণী (পর্ব: ২)[১]

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"ইমাম গাজ্জালীর মূল্যবান বাণী"** পড়ে বা শুনে নিবে তার অন্তরকে দুনিয়ার ভালোবাসা এবং গুনাহের অকল্যাণ থেকে পবিত্র করে দাও এবং তাকে ও তার মা-বাবা ও পরিবারের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে আমার উপর ভালোবাসা ও আগ্রহ সহকারে দিন ও রাতে তিন তিন বার দরুদ শরীফ পাঠ করলো আল্লাহ পাকের উপর হক হলো যে, তার ওই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া। **(মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই পুস্তিকাটি আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব, "ইহইয়াউল উলুম" (উর্দু) ১ম খন্ড, থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

ওলামার প্রকার

আলিম তিন প্রকার যথা: (১) যে নিজেকেও এবং অপরকেও ধ্বংসকারী এবং সে প্রকাশ্য দুনিয়ার প্রতি উৎসাহদানকারী এবং সেটার প্রতি মনোযোগী থাকে । (২) যে নিজেও সৌভাগ্যবান এবং অপরকেও সৌভাগ্যবান করার মাধ্যম হয় এবং সে প্রকাশ্য ও গোপনে মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করে। (৩) যে নিজে তো ধ্বংস হয় কিন্তু অন্যের সৌভাগ্যের মাধ্যম হয় এবং সে আখিরাতের দিকে আহবান করে, বাহ্যিকভাবে তো দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু অন্তরে মানুষের গ্রহনযোগ্যতা ও উচ্চ পদ পদবীর আকাঙ্ক্ষা রাখে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১৭২)

মুশরিক নাপাক

কুরআনে পাকে রয়েছে: নিশ্চয় মুশরিক নাপাক (পারা: ১০, সূরা: আত তাওবা, আয়াত: ২৮) তাদের বাতিন (অভ্যন্তর) নাপাক হয়ে থাকে যদিও বাহ্যিক পরিষ্কার। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১৭৩)

শিক্ষার্থীদের আদব (শিষ্টাচার)

ছাত্রের বাহ্যিক আদব: (১) অন্তরকে মন্দ চরিত্র ও মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র করা। (২) দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে যতটুকু সম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। (৩) ইলমের উপর অহংকার না করা।(৪) প্রথমত মানুষের মতবিরোধের দিকে ধ্যান না দেওয়া। (৫) শ্রেষ্ঠ ইলমের সকল বিষয়ের এবং সকল প্রকারকে জানার চেষ্টা করা। (৬) ইলমের বিন্যস্ততার প্রতি খেয়াল রাখা এবং সর্বপ্রথম মূল্যবানটাকে দিয়ে শুরু করা। (৭) একটি বিষয় পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় বিষয়ের দিকে মনোযোগী হওয়া। (৮) শ্রেষ্ঠ ইলম পর্যন্ত

www.dawateislami.net

পৌঁছানোর উপকরণের পরিচিতি লাভ করা। (৯) বাতিনের (অভ্যন্তরীণ) স্বচ্ছতা। (১০) উদ্দেশ্যের দিকে ইলমের সম্পর্ককে জানার চেষ্টা করা।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/১৭৩-১৮৫)

ইলমকে নিজের সবকিছু দিয়ে দাও

ইলম তোমাকে তার কিছু, ওই সময় পর্যন্ত দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে তোমার নিজের সবকিছু দিয়ে দিয়ে দিবে না। আর যখন তুমি তাকে তোমার সবকিছু দিয়ে দিবে তবে তুমি তার কিছু পেয়ে যাবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/১৭৬)

ইলম ও আমলের পরিচয়

ইলম বাতেনী দৃষ্টি দ্বারা অথচ আমল জাহেরী (বাহ্যিক) দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯৯)**

শিক্ষকের আদব

শিক্ষকের আদব: (১) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে নিজের সন্তানের মতো মনে করবে। (২) শিক্ষক হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করবে এবং ইলমের জন্য বিনিময় গ্রহণ করবে না। (৩) ছাত্রকে নসীহত করার ক্ষেত্রে কোন অংশ বাদ দিবে না। (৪) যতটুকু সম্ভব হয় ছাত্রকে ইশারায়, পরোক্ষভাবে মন্দ চরিত্রের ব্যাপারে নিষেধ করবে, প্রকাশ্যভাবে বাঁধা দিবে না (বারংবার ধমক দেওয়ার কারণে ভয় চলে যায়) (৫) ছাত্রের অন্তরে এই (অর্থাৎ যে ইলম সে পড়ছে) এটা ছাড়া অন্য কোন ইলমের মন্দতা ঢালবে না। (৬) ওই কথাই বলবে যেটা সে বুঝতে পারে, বিবেকের বাহিরে কথা বলবে না। (৭) ছাত্রের বুদ্ধি কম হলে

www.dawateislami.net

তাকে স্পষ্ট কথা বলুন যেটা সে সহজেই বুঝতে পারে। (৮) শিক্ষক নিজের ইলমের উপর আমল করবে যাতে তার কথা ও কাজে প্রভাব বিস্তার হয়।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯১-১৯৯)

আমল জরুরি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম খলিল বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে: (১) যে ইলম রাখে এবং জানে, তার নিকট ইলম আছে, সে আলিম, তার অনুসরণ করো। (২ যে ইলম রাখে কিন্তু জানে না যে, তার কাছে ইলম আছে, এই ধরনের লোক ঘুমাচ্ছে তাকে জাগিয়ে দাও। (৩) যার কাছে ইলম নেই, এবং সে জানে যে, তার কাছে ইলম নেই, এই ধরনের লোক হেদায়েতের প্রত্যাশী, তাকে হেদায়েত দাও। (৪) ওই ব্যক্তি যার কাছে ইলম নেই এবং তার জানাও নেই যে, তার কাছে ইলম নেই, এই ধরনের লোক মূর্খ, তাকে ছেড়ে দাও। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/২০৩)**

ইলম আমলকে আহবান করে

হযরত সূফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইলম আমলকে আহবান করে, সে যদি শুনে নেয় তবে তো ঠিক আছে অন্যথায় ইলম চলে যায়।

(ইহয়াউল উলুম, ১/২০৩)

নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার ভয়

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১০ এর অধিক কিতাবের বস্তা এবং ঝুড়ি দাফন করে দিয়েছিলেন এবং বলতেন: আমার ইচ্ছা যে, আমি হাদিস বর্ণনা করবো। আর যখন আমার হাদিস বর্ণনা করার ইচ্ছা থাকবে না তখন আমি অবশ্যই হাদিস বর্ণনা করবো। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/২১০)**

www.dawateislami.net

একনিষ্ঠতা অবলম্বনকারীও ভয় করছে

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তুস্তারি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে মুখলিস (একনিষ্ঠ) তার ভয় যে, জানিনা তার মৃত্যু কেমন হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২১০, ২১১)

ইলম তিনটি

হাদিসে মুবারাকায় রয়েছে: ইলম তিনটি: (১) কুরআনে পাক (২) সুন্নাতে কায়েমা (৩) আর এটা বলা যে, আমি জানি না।

(মু'জামু আউসাত, ১/২৮৪, হাদিস: ১০০১)

আমি জানি না

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শা'বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: لَا اَدْرِیْ (অর্থাৎ: আমি জানিনা) অর্ধেক ইলম এবং জানা না থাকার ক্ষেত্রে জবাব না দেওয়া ব্যক্তির সাওয়াব ও প্রতিদান জবাব দানকারীর চেয়ে কম নয় কারণ না জানার স্বীকারোক্তিটা নফসের উপর খুবই কঠিন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: لَا اَدْرِیْ অর্থাৎ: (আমি জানি না) বলাটা আলিমের জন্য ঢাল, কারণ যদি সে যদি ভুল মাসআলা বলে দেয় তবে ধ্বংসে পতিত হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২৪০)

অধিক জ্ঞানীর আলামত

হযরত আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: مَعْرِفَت (আল্লাহ পাকের পরিচিতি) কথাবার্তা থেকে অধিক নীরব থাকার নিকটে। বর্ণিত রয়েছে, যখন ইলম অধিক হয় তখন কথা কম হয়ে যায় আর যখন কথা অধিক হয় তখন ইলম কম হয়ে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/২৪৫)**

www.dawateislami.net

অর্জিত ইলমের উপর আমলের ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে নিজের ইলমের উপর আমল করে আল্লাহ পাক তাকে ওই ইলমও দান করেন যা সে হাসিল করেনি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩, হাদিস: ১৪৩২০)

পূর্বের কিছু কিতাবের মধ্যে লিখা রয়েছে যে, হে বনী ইসরাঈল! এটা বলো না যে, ইলম আসমানে রয়েছে সেটাকে জমিনে কে নামাবে? আর না এটা বলো যে, ইলম জমিনের উপরিভাগে রয়েছে সেটাকে উপরে কে আনবে? না এটা বলো যে, সমুদ্রের পাড়ে, সমুদ্র পার হয়ে সেটাকে কে আনবে? বরং ইলম তোমাদের অন্তরে রাখা হয়েছে। আমার (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের) সামনে রুহানী আদব শিখো এবং নেককার বান্দাদের চরিত্র ধারণ করো, আমি তোমাদের অন্তরে এমন ইলম দান করবো যা তোমাদেরকে ঢেকে নিবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২৪৭)

ইলম অর্জনের মাধ্যম

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: ইলমের অধিকাংশ (অংশ) তার উপর আমল (করা) এবং মুজাহিদা অর্থাৎ চেষ্টার উপর ধারাবাহিকতা অবলম্বন করার মাধ্যমে অর্জন হয়।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২৫১)

আল্লাহ দেখছেন

মানুষ একাকীত্বেও নিজের সকল কাজে আদবকে ওই ব্যক্তির মতো প্রাধান্য দিবে, যে অনেক বড় বাদশাহর সামনে বসা আছে এবং বাদশাহ তাকে দেখছেন, তো সে গর্দান ঝুকিয়ে নিজের সকল কাজে আদব সহকারে থাকে এবং আদব হীনতার সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকে। এমনিভাবে যখন

www.dawateislami.net

সে বিশ্বাস করে নেয় যে, আল্লাহ আলিম ও খবির, তার গোপন বিষয়ের উপর এমনভাবে অবহিত যেভাবে মাখলুক তার প্রকাশ্য বিষয়ের উপর, সে তার বাতেনী (অভ্যন্তরীণ) বিষয়ের উপরও এমনভাবে চিন্তাশীল হবে যেভাবে তার বাহ্যিক বিষয়ে চিন্তাশীল, এমনকি তার বাতেনী বিষয়কে সংশোধন করতে, সেটাকে পবিত্র রাখতে এবং সজ্জিত করতে এর চেয়ে বেশি অতিরিক্ত করবে যতটা নিজের বাহ্যিককে সজ্জিত করতে অতিরিক্ত করে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৫৮)

উপকারী ইলম

বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক যেই বান্দাকে ইলম দান করেন তাকে হিলম (অর্থাৎ সহ্য করার শক্তি), বিনয়, উত্তম চরিত্র এবং নম্রতাও দান করেন এবং এটাই হল ইলমে নাফে (উপকারী ইলম)। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৬০)

নফস এবং শরীরের উদাহরণ

নফস হলো আরোহীর মতো এবং শরীর হলো বাহনের মতো; আর বাহনের অন্ধত্বের চেয়ে আরোহীর অন্ধত্ব বেশি ক্ষতিকর। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৯৫)

নুরের ৭০টি পর্দা

রুহ এবং আল্লাহ পাকের গুণাবলীর গোপন রহস্য জানা সর্বসাধারণের সাধ্যের বাহিরে। এই হাদিসে পাকও হয়তো এই দিকে ইঙ্গিত করছে যে, আল্লাহ পাকের নূরের ৭০টি পর্দা রয়েছে, যদি তিনি সেগুলো সরিয়ে দেন তবে সেগুলোর তাজাল্লী দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে।

(মুসলিম, পৃ: ৯৪, হাদিস: ৪৪৫। মু'জামু কবীর, ৬/১৪৮, হাদিস: ৫৮০২) (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৩৪)

www.dawateislami.net

৭০টিরও অধিক শাখা

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু উঠিয়ে ফেলা।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৩৮) (মুসলিম, ৪৫ পৃ:, হাদিস: ১৫৩)

ব্যাখ্যা: মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের প্রসঙ্গে বলেন: পাথর, ইট, লাকড়ি ইত্যাদি যেগুলোর দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় বা হোচট খায় সেগুলো উঠিয়ে ফেলে দেওয়া সাওয়াব। এমনিভাবে মাখলুকের উপকার করা সাওয়াবের কাজ এমনকি পানি পান করানো, এই জন্য কিছু লোক পথচারীদেরকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করে থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৮)

প্রশংসায় ফুলে যাওয়া

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত সিররী সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি বাগানে যায় যেখানে সব ধরনের গাছ আছে, সেগুলোর উপর সব ধরনের পাখি থাকে এবং প্রত্যেক পাখি আলাদা আলাদা ভাষায় ওই ব্যক্তির সাথে কথা বলে এবং বলে: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللّٰه অর্থাৎ হে আল্লাহর ওলী! আপনার উপর সালাম। এটা শুনে যদি তার নফস (অহংকারের কারণে) প্রশান্তি অনুভব করে তবে তিনি ওই পাখিগুলোর কয়েদী। **(ইহয়াউল উলুম, ১/৩৯২, ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ২/৪৩২)**

ঈমান কখন ছিনিয়ে নেওয়া হয়

সাহাবীয়ে নবী হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! যার নিজের ঈমান হারা হওয়ার ভয় থাকে না তার ঈমান হারা হয়ে মৃত্যু হয়। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৯৪)**

www.dawateislami.net

ঈমান হারা হওয়ার শাস্তি

বর্ণিত রয়েছে: কিছু গুনাহের শাস্তি হলো ঈমান হারা হওয়া। আমরা সেগুলো থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চায়। বলা হয় যে, ওই গুনাহ (যা ঈমান হারা হওয়ার কারণ হয়) বেলায়ত ও কারামতের মিথ্যা দাবী করা।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৯৪)

আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য ও ঈমানের উপর মৃত্যু

কোন আরিফ বিল্লাহ (অর্থাৎ: আল্লাহ পাকের পরিচিতি জানা বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর কথা হলো যদি আমার বিশেষ কক্ষের দরজায় ঈমানের উপর মৃত্যু হয় আর শাহাদাত শত দরজায় (MAIN ENTRANCE) অপেক্ষমান তবে (শাহাদাত যদিও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সৌভাগ্য কিন্তু) আমি কক্ষের দরজায় পাওয়া ঈমানের উপর মৃত্যুকে দ্রুত কবুল করে নেবো, কে জানে দালানের দরজা পর্যন্ত যেতে যেতে আমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে যায় কিনা।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৯৪)

মাদানী ফুল: অন্তরকে "**কলব**" এই কারণে বলা হয় যে, যখন দেখবে পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ বারংবার বদলে যায়, রাতে অন্তরে আসে যে, আগামীকাল খুব ইবাদত করবো এবং রিয়াযত করবো কিন্তু সকাল হতেই এই অন্তর পরিবর্তন হয়ে গুনাহের চুরাবালিতে ঢলে পড়ে। কখনো অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে যায় তো গুনাহের এমন জেদ চড়ে যায় যে, নিরাপদ ও রক্ষক অন্তরও কখনো তোলা তো কখনো মাশা। হায়! যদি ঈমান হেফাযতের স্পৃহার উপর অটলতা হয়ে যেতো। শত কোটি আফসোস! নিরাপদের সাথে ঈমানের উপর মৃত্যুর অস্থিরতাকে দুনিয়ার মধ্যে সহজে জীবন অতিবাহিত করার আকাঙ্ক্ষার উপর প্রাধান্য পেত। **(কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ:১৩)**

www.dawateislami.net

পবিত্রতার চারটি স্তর

পবিত্রতার চারটি স্তর: (১) জাহির (বাহ্যিক) কে নাপাকি ইত্যাদি থেকে পবিত্র করা। (২) অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা (৩) অন্তরকে মন্দ চরিত্র এবং অপছন্দনীয় অভ্যাস থেকে পবিত্র করা (৪) বাতিন (অভ্যন্তর)কে আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো থেকে পবিত্র রাখা এবং এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং সিদ্দিকীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম) এর পবিত্রতা। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৯৭)

সর্বপ্রথম চারটি বিদআত

বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সর্বপ্রথম চারটি বিদআত প্রচলন হয়। (১) চালনী (২) আশনান (এক প্রকার ঘাস) (এক ধরনের শিকড় যা সাবানের মতো পরিষ্কারের কাজ করে) (৩) উঁচু দস্তরখানা (অর্থাৎ: টেবিল ইত্যাদি) (৪) পেট ভরে খাওয়া। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৯৮)

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: আশনানের ব্যবহার ভালো কারণ পরিষ্কারের জন্য ধৌত করা মুস্তাহাব। আর আশনানের মাধ্যমে বেশি পরিষ্কার হয়। রইল এটা যে, ওই সময় রেসালতের জাহেরী সময়ে) আশনান ব্যবহার করা হতো না, সেটার কারণ এটা হতে পারে, ওই যুগে এর অভ্যাস ছিল না অথবা সহজলভ্য ছিল না অথবা তাঁরা এমন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, যা বাহ্যিক পরিষ্কারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং তাঁদের (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর এমন করাটা ধৌত করার মুস্তাহাবের প্রতিবন্ধক নয়।

www.dawateislami.net

(দ্বিতীয় বিদআত হলো) আটা অনুসন্ধান করে রান্না করাটা খাবারকে ভালো করার উদ্দেশ্য এবং এটা মুবাহ (অর্থাৎ এটা করা না করা উভয়ই জায়িয) টেবিলে খাবার খাওয়াও মুবাহ যদি অহংকারের মাধ্যমে না হয়। আর পেট ভরে খাবার খাওয়া এগুলোর চেয়ে মারাত্মক কারণ এটা কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং ঔষধের উপকরণ তৈরী করে।

সতর্কতা: মনে রাখবেন! দস্তরখানায় খাবার খাওয়া যদিও উত্তম কিন্তু টেবিল, চেয়ারের উপর নাজায়িয ও মাকরুহও নয়। এগুলো যা বলা হয়েছে চারটি জিনিস রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইন্তেকালের পর সৃষ্টি হয়েছে, এর দ্বারা সেগুলো নিষেধ হওয়া কখনোই প্রমাণিত হয় না বরং নীতি হলো, সেগুলো কাজ বিদআত যেগুলো প্রমাণিত সুন্নাতের বিপরীত এবং শরীয়তের কোন কাজকে বিনষ্টকারী যদি সেটার কারণ বাকী থাকে(যে কারণে কাজটি বিদআত সাব্যস্ত হচ্ছে)। কখনো কখনো যখন উপকরণ পরিবর্তন হয়ে যায় তখন নতুন কাজ শুরু করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং টেবিলের উপর খাবার এই কারণেই রাখা হয় যাতে খাবার উঁচুতে থাকে আর খাবার গ্রহণ করতে সহজ হয় এবং এই ধরনের কাজে অপছন্দতা হয় না। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/১৩)**

কানের পরিচ্ছন্নতা

গোসলখানা থেকে বের হয়ে কানের ছিদ্রের ময়লা বের করা হয় কখনো কখনো এটা শ্রবণশক্তির জন্য ক্ষতিকারক হয়। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৩১)**

নখের ময়লাকে "উফ" আর কানের নিচের ময়লাকে "তুফ" বলা হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ **(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩)** এর তাফসীরের মধ্যে একটি অভিমত এটাও আছে যে, মা-বাবাকে এতটুকু কষ্টও দিওনা যতটুকু তোমরা নখের ময়লার ক্ষেত্রে অনুভব করো।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৩৪)

www.dawateislami.net

আখিরাতের রাস্তার মুসাফির

আখিরাতের রাস্তার মুসাফির যখনই কোন জিনিসকে দেখে তখন সেটা তার জন্য নসিহত এবং আখিরাতের স্মরণ হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৩৮)

আল্লাহ পাকের নিকট বেজোড় পছন্দ

বেজোড় সংখ্যার জোড়ের উপর ফযিলত রয়েছে, কারণ আল্লাহ পাক বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। সুতরাং এমন হওয়া উচিত নয় যে, বান্দার কোন কাজ আল্লাহ পাকের গুণাবলী থেকে কোন গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে না। (যেমন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান চোখ মুবারকে তিনবার এবং বাম চোখ মুবারকে (সুরমা লাগানোর সময়) দুই সলাই লাগাতেন যাতে সর্বমোট বেজোড় হয়।[২] (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৪৩)

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: যদি বলা হয় যে, (সুরমা লাগানোর সময়) বাম চোখে দুই বার কেন যথেষ্ট হবে? অথচ এটা জোড়, সেটার জবাব হলো এটাই যে, এগুলো প্রয়োজনের সাপেক্ষে করা হয়েছে, কারণ প্রত্যেক চোখে বেজোড় সংখ্যায় লাগানোর দ্বারা এর সর্বমোট জোড় হয়ে যায়। কারণ বেজোড় আর বেজোড় মিলে জোড় হয়ে যায় অথচ পরিপূর্ণ কাজের সর্বমোটে বেজোড়ের খেয়াল রাখাটা এক একটির মধ্যে বেজোড়ের খেয়াল রাখা থেকে উত্তম। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৪৪)

---

২. সুরমা লাগানোর তিনটি বর্ণিত পন্থার সারাংশ পেশ করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন বার সলাই লাগাবে (২) কখনো ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে দুই বার (৩) কখনো উভয় চোখে দুই দুই বার এর শেষে এক সলাইতে সুরমা লাগিয়ে সেটাকে পর্যায়ক্রমে উভয়ই চোখে লাগাবেন।

www.dawateislami.net

মুমিনের নূর

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাদা চুল তুলতে নিষেধ করেছেন এবং ইরশাদ বলেছেন: هُوَ نُوْرُ الْمُؤْمِن অর্থাৎ এটা মুমিনদের নূর। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৫১)

ব্যাখ্যা: সাদা চুল তুলে ফেলা কালো খেযাবের মতো আর এর মাকরুহ হওয়ার ইল্লত বর্ণিত হয়েছে, এছাড়া সাদা চুল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নূর এবং সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আল্লাহর নূর থেকে মুখ ফিরানো।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৫১)

দুটি পরওয়ানা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কেউ আল্লাহ পাকের জন্য চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে নামায পড়বে, তার জন্য দুটি মুক্তি লিখা হবে। একটি হলো জাহান্নামের আগুন থেকে অপরটি হলো নিফাক থেকে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৬৪) তিরমীযি, ১/২৭৪, হাদিস: ২৪১)

হাদিসের ব্যাখ্যা: হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের প্রসঙ্গে লিখেন: অর্থাৎ এই আমলের বরকতে এই ব্যক্তি দুনিয়াতে মুনাফেকির আমল থেকে নিরাপদ থাকবে, তার ইখলাস (একনিষ্ঠতা) নসীব হবে। কবর ও আখিরাতের আযাব থেকে নাজাত পাবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/২১১)

তাকবীরে তাহরীমা ছুঠে যাওয়ার কষ্ট

বর্ণিত রয়েছে যে, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ মধ্যে কারো তাকবীরে উলা (জামাআত সহকারে নামায পড়তে গিয়ে প্রথম তাকবীর) ছুটে গেলে সেটার জন্য তিনদিন আফসোস করতেন এবং যদি জামাআত ছুটে যেতো তবে সাতদিন আফসোস করতেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৬৪)

www.dawateislami.net

তাকবীরে উলা বলা হয় নামায শুরু করার সময় বলা সর্বপ্রথম তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর) বলা । এটাকে তাকবীরে তাহরীমাও বলা হয়। (ফয়যানে নামায, পৃ:১৯১)

অধিকহারে দোয়া করো

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত যে, বান্দা আল্লাহ পাকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদা করার সময়, সেই সময় অধিকহারে দোয়া করো। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৬৭)

সাতটি জিনিস শয়তানের পক্ষ থেকে

হাদিসে মুবারাকায় রয়েছে, নামাযে সাতটি জিনিস শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। (১) নাক দিয়ে রক্ত আসা (২) ঝিমানো আসা (৩) কুমন্ত্রণা আসা (৪) হাঁই আসা (৫) চুলকানো (৬) এদিক সেদিক তাকানো এবং (৭) কোন জিনিস দিয়ে খেলা করা। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৯০)

কষ্ট ছাড়া কিছু মিলল না

রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আর অনেক কিয়ামকারী এমন যে, তারা তাদের কিয়ামে জাগ্রত থাকা ছাড়া আর কিছু পায় না। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৯৬। ইবনে মাজাহ, ২/৩২০, হাদিস: ১৬৯০)

নামায পূর্ণকারী বাতেনী বিষয়

(১) হুজুরি ক্বলব (২) অনুভুতি (৩) বিনয় (৪) ভয় (৫) আশা (৬) লজ্জা। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫০১)

www.dawateislami.net

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নামাযের পরিপূর্ণতা, নামাযের নূর, নামাযের সৌন্দর্য অনুভূতি ও বোধশক্তি এবং হুজুরি ক্বলব অর্থাৎ (বিনয়তা) এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২০৫) অর্থাৎ উঁচু স্তরের নামায হলো সেটাই যা বিনয়ের সাথে আদায় করা হয়েছে। (ফয়যানে নামায, পৃ:২৮২)

চোখের কুফলে মদীনা

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত রবীঈ বিন খায়সাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সব সময় মাথা ও চোখ অবনত করে রাখতেন এমনকি কিছু লোক তো তাকে অন্ধ মনে করতো। তিনি ২০ বছর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন, যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কন্যা তাঁকে আসতে দেখতেন তখন আরজ করতেন: আপনার অন্ধ বন্ধু তাশরীফ এনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই কথা শুনে মুচকি হাসতেন। হযরত রবীঈ বিন খায়সাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন দরজায় করাঘাত করতেন, কন্যা বাহিরে বের হয়ে আসতেন তখন তাঁকে মাথা ও চোখ অবনত অবস্থায় দেখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন তাঁকে এইভাবে দেখতেন তখন বলতেন: আল্লাহ পাকের শপথ! যদি হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে দেখতেন, তবে তোমার উপর খুশি হতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আপনাকে পছন্দ করতেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁকে দেখে মুচকি হেসে দিতেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫২৯)

৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহর একদিন ৬০ বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

(মু'জামু কবীর, ১১/২২৭, হাদিস: ১১৯৩২) (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৩৭)

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত নামায

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কোন লোক নামায পড়ায় তবে যেন সংক্ষিপ্ত পড়ায় কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং কাজে ব্যস্ত লোকও থাকে।

(মুসলিম, ১৯২-১৯৩ পৃ:, হাদিস: ১০৪৬-১০৫০) (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৪৫)

ব্যাখ্যা: নামায সংক্ষিপ্ত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন নামায যেটা সংক্ষিপ্তও হবে এবং সেটার আরকান, ওয়াজিব ও সুন্নাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, مَعَاذَاللهُ! নামাযের আরকানই পরিপূর্ণ আদায় হয় না, যেমনিভাবে মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সুন্নাত ছেড়ে দিবে বা ভালোভাবে আদায় করবে না বরং উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, নামাযের আরকান লম্বা করবে না নূন্যতম পরিমাণ আদায় করবে, যেমন: রুকু সিজদার তাসবীহ তিনবার বলবে। **(মিরাতুল মানাজীহ, ২/২০৩)**

জুমার আদব

(১) বৃহস্পতিবার থেকেই জুমার প্রস্তুতি নিন, আসরের পর দোয়া ও ইস্তিগফারে ব্যস্ত হয়ে যান কারণ এটা জুমার সময়ের বিপরীত সময়। (২) সাজ সজ্জা অবলম্বন করা (৩) জামে মসজিদের দিকে দ্রুত যাওয়া (৪) মসজিদে প্রবেশ করার আদব (৫) উপস্থিতিদের আদব (৬) প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা (৭) খুতবার আদব (৮) জুমার নামাযের আদব (৯) মসজিদে অবস্থান করা। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৫৭-৫৭৩)**

www.dawateislami.net

দুঃখ হ্রাস পাবে আর বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে

কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে তার নিজের পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে তার দুঃখ কম হতে থাকবে, আর যে সুগন্ধি লাগাবে তার বুদ্ধি বাড়বে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৬১)

তিনটি আমল

আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি আমল এমন আছে যদি মানুষ জানতে পারে যে, তাতে কী সাওয়াব আছে তবে সেগুলো পাওয়ার জন্য উটের উপর সাওয়ার হয়ে যাবে। (১) আযান (২) প্রথম কাতার (৩) জুমার জন্য দ্রুত যাওয়া। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৬২)**

আল্লাহ পাকের দীদার

বলা হয় যে, আল্লাহ পাকের দীদারের সময় সবচেয়ে বেশি নৈকট্য ওইসব লোকেরা পাবে যারা সকাল সকাল জুমার নামাযের জন্য যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৬৩)

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (একবার জুমায়) সকাল সকাল জামে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনজন লোককে উপস্থিত দেখতে পেলেন, যারা দ্রুত করতে গিয়ে তার আগে ছিলো, তিনি ব্যথিত হয়ে গেলেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৬৪)**

পুরো সপ্তাহ শয়তান থেকে হেফাযত

যখন জুমা থেকে অবসর হবেন তখন কোন কথা না বলে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং মুআওয়াযাতাইন (অর্থাৎ: সূরা ফালাক এবং নাস)

www.dawateislami.net

সাত বার করে পড়ুন। কিছু বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে এরূপ করলো সে এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত নিরাপদ রইল এবং এগুলো তার জন্য শয়তান থেকে নিরাপত্তা। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৭১)

মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী এবং রিযিক অর্জনের দোয়া

জুমার পর এটা বলাও মুস্তাহাব। اَللّٰهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَمِيْدُ يَامُبْدِئُ يَامُعِيْدُ يَارَحِيْمُ يَاوَدُوْدُ اَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে সর্বব্যাপী ধনী (অভাবমুক্ত)! হে সকল প্রশংসার মালিক! হে প্রথমবার সৃষ্টিকারী! হে (কিয়ামতের দিন) পুনরুজ্জীবিতকারী! হে পরম দয়ালু! হে প্রেমময়! আমাকে আপনার হালাল রিযিক দিয়ে হারাম থেকে এবং আপনার বিশেষ অনুগ্রহ দিয়ে আপনি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত রাখুন । বর্ণিত আছে, যে এটার উপর সদা সর্বদা আমল করবে আল্লাহ পাক তাকে মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন এবং তাকে সেখান থেকে রিযিক দান করেন যেটা সে ধারণাও করে না। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৭২)

জুমার সারা দিন আখিরাতের আমলের জন্য নির্ধারণ করে নিন এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে বিরত থেকে অধিকহারে ওয়াযিফা আদায় করুন।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৮৩)

জামাআত সহকারে নামায পড়ার ফযিলত

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: (যদি) নামাযে তোমার ভাইদের না পাও তবে তাদের তালাশ করো। যদি অসুস্থ হয় তবে তাদের রোগের সেবা করো। যদি সুস্থ হয় তবে তাদেরকে ধমক দাও। ধমক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সতর্ক করা এবং এতে অলসতা করা উচিত নয়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৯৩)

www.dawateislami.net

যোহরের চার রাকাত সুন্নাতের ফযিলত

হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি যাওয়ালের পর চার রাকাত পড়লো, তাতে ভালো কিরাত করলো এবং রুকু সিজদা করলো, তার সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে এবং রাত পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত করতে থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৫৯৬)

সবচেয়ে উত্তম আমল

হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো সেটাই যেটা সব সময় করা হয় যদিও সেটা অল্প। (মুসলিম, ৩০৭ পৃ:, হাদিস: ১৮২৮, ইহয়াউল উলুম ১/৬২৬)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ধারাবাহিক আমল যদিও অল্প হয় ভালো এবং অস্থায়ী আমল যদিও বেশি হয় ততটা ভালো নয়। সূফিয়ায়ে কেরামগণ বলেন যে, দরুদ ও ওয়াযিফা শুরু করে ছাড়বেন না, যখন মুখ বন্ধ হয়ে যাবে মৃত্যু আসবে তখন এই আমল বন্ধ হবে, এটার উৎস হলো এই হাদিস। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৬৩)

ঘরে আসা যাওয়ার সময় নফল পড়া

ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং বের হওয়ার সময় দুই রাকাত নফল (পড়া মুস্তাহাব)। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা তোমাদের ঘর থেকে বের হবে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও, এটা তোমাদের থেকে মন্দতা বের হওয়া থেকে বিরত রাখবে। আর যখন ঘরে প্রবেশ করো তখন দুই রাকাত পড়ে নাও, এটা তোমাদের মন্দ নিয়ে প্রবেশ করতে বাঁধা দিবে। (ইহয়াউল উলুম, ১/৬২৭। শুয়াবুল ঈমান ৩/১২৪, হাদিস: ৩০৭৮)

www.dawateislami.net

প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় আল্লাহ পাকের নামের মাধ্যমে বরকত হাসিল করুন

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কিছু সালেহীনে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা) যখন কিছু খেতেন বা পানি পান করতেন তখন দুই রাকাত নামায পড়তেন। এমনিভাবে যখন তাঁরা কোন কাজের সম্মুখীন হতেন তখন দুই রাকাত নামায পড়তেন। এর তিনটি স্তর রয়েছে। (১) কিছু কাজ অনেকবার করা হয়, যেমন পানাহার, তখন সেটার শুরুটা তাসমিয়া (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ) দ্বারা করা হবে। প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে শুরু করা হয় না সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। (জামে সগীর, পৃ:৩৯১, হাদিস: ৬২৮৪) (২) অনেক কাজ এমন, যা বারংবার করা হয় না কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যেমন: বিবাহ করা এবং নসীহত ও পরামর্শের শুরু। এক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো এটাই যে, আল্লাহ পাকের প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর অভ্যাস ছিলো কোন বার্তা পাঠালে বা নসীহত এবং পরামর্শ করলে তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করতেন। (৩) যে আমল বারংবার তো হয় না কিন্তু যখন করা হয় তখন ধীর গতিতে হয় এবং সেটাও গুরুত্বপূণ কাজ। যেমন: সফর করা, নতুন ঘর ক্রয় করা, ইহরাম বাঁধা বা এই ধরনের অন্য আমল। সুতরাং এইগুলোর পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন স্তর হলো ঘর থেকে বের হওয়া এবং প্রবেশ করা, কারণ এটাও নিকটতম সফরের একটি প্রকার।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৬২৮)

www.dawateislami.net

কৃপণতার চিকিৎসা

কৃপণতার অভ্যাস এইভাবে শেষ হতে পারে যে, মানুষ সম্পদ খরচ করার অভ্যাসী হয়ে গেলে, কেননা কোন জিনিসের ভালোবাসা ওই ক্ষেত্রেই শেষ হতে পারে যে, মানুষ সেটা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নফসকে বাধ্য করবে এমনকি সেটা তার অভ্যাস হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৬৫৩)

গোপনে নফল সদকা করার ভিন্ন ধরন

ওলামায়ে কেরামের এক দল গোপনে সদকা করার সীমার অনেক ধরন অবলম্বন করেছেন, এমনকি তাঁরা চেষ্টা করেছেন যে, সদকা গ্রহণকারী দানকারীকে যেন না চেনে। তাদের মধ্যে কতিপয় তো অন্ধের মাধ্যমে সদকা দিতেন, কেউ ফকিরের রাস্তায় ঢেলে দিতেন এবং তার বসার জায়গায় রেখে দিতেন, যেখান থেকে সে দেখে নিতো কিন্তু দানকারীকে দেখা যেতো না। কেউ ঘুমন্ত ফকিরের কাপড়ে বেঁধে দিতো, কেউ অন্য কারো হাতের মাধ্যমে ফকিরের কাছে পাঠিয়ে দিতো, যাতে সে দানকারীকে না চেনে এবং বলে দিতো যে, তাকে আমার ব্যাপারে বলিও না। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৬৫৬)

সম্পদশালী ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ না করার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হুযুর নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাবার ছায়ায় অবস্থানরত ছিলেন, আমি তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাছে উপস্থিত হলাম, তখন আমাকে দেখে ইরশাদ করলেন: কাবার রবের শপথ! সেই ক্ষতিগ্রস্থ! আমি আরজ করলাম: সে কে? ইরশাদ করলেন: অধিক সম্পদের অধিকারী কিন্তু ওই সব লোক যারা তার আগে-

www.dawateislami.net

পিছে, ডানে-বামে এইভাবে ওইভাবে খরচ করে এবং এই ধরনের লোক খুবই কম, আর যে উট, গাভী এবং ছাগলের মালিক যাকাত আদায় করে না তবে ওই পশু কিয়ামতের দিন পূর্বের চেয়ে অধিক মোটা তাজা হয়ে আসবে, তাকে তার শিং দিয়ে আঘাত করবে এবং খুর দ্বারা পদদলিত করবে, যখন শেষেরটি অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথটি আবার চলে আসবে এমনকি মানুষের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৬৩৬। মুসলিম, পৃ:৩৮৫, হাদিস: ৩২০০)

কুতুবুল আউলিয়া, শায়খ আব্দুল্লাহ আইদরুস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি অনেক বছর ইহইয়াউল উলুম অধ্যয়ন করেছি একটি বর্ণকে বারংবার পড়েছি এবং সেটা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি, প্রত্যেক দিন আমার সামনে বড় বড় রহস্য এবং ইলম প্রকাশ পেয়েছে, যা পূর্বে আমার অর্জন ছিলো না, যদি আল্লাহ পাক মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করে দেন তবে তারা জীবিত লোকদের শুধুমাত্র ওই সকল কথার অসিয়ত করত যা ইহইয়াউল উলুমে রয়েছে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩৫৯)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ এনে **"ইহইয়াউল উলুম"** কিতাবের এক এক পৃষ্ঠা পর্যবেক্ষণ করে ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! এটা তো অনেক ভালো। ঠিক এমনিভাবে শায়খাইনে কারীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও দেখেছেন এবং এটাই বলেছেন, এছাড়া এক ব্যক্তি যে, এই কিতাবের খন্ডন করতো তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
ওলামার প্রকার ২
মুশরিক নাপাক ২
শিক্ষার্থীদের আদব (শিষ্টাচার) ২
ইলমকে নিজের সবকিছু দিয়ে দাও ৩
ইলম ও আমলের পরিচয় ৩
শিক্ষকের আদব ৩
আমল জরুরি ৪
ইলম আমলকে আহবান করে ৪
নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার ভয় ৪
একনিষ্ঠতা অবলম্বনকারীও ভয় করছে ৫
ইলম তিনটি ৫
আমি জানি না ৫
অধিক জ্ঞানীর আলামত ৫
অর্জিত ইলমের উপর আমলের ফযিলত ৬
ইলম অর্জনের মাধ্যম ৬
আল্লাহ দেখছেন ৬
উপকারী ইলম ৭
নফস এবং শরীরের উদাহরণ ৭
নুরের ৭০টি পর্দা ৭
৭০টিরও অধিক শাখা ৮
প্রশংসায় ফুলে যাওয়া ৮
ঈমান কখন ছিনিয়ে নেওয়া হয় ৮
ঈমান হারা হওয়ার শাস্তি ৯
আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য ও ঈমানের উপর মৃত্যু ৯
পবিত্রতার চারটি স্তর ১০
সর্বপ্রথম চারটি বিদআত ১০

www.dawateislami.net

কানের পরিচ্ছন্নতা ১১
আখিরাতের রাস্তার মুসাফির ১২
আল্লাহ পাকের নিকট বেজোড় পছন্দ ১২
মুমিনের নূর ১৩
দুটি পরওয়ানা ১৩
তাকবীরে তাহরীমা ছুঠে যাওয়ার কষ্ট ১৩
অধিকহারে দোয়া করো ১৪
সাতটি জিনিস শয়তানের পক্ষ থেকে ১৪
কষ্ট ছাড়া কিছু মিলল না ১৪
নামায পূর্ণকারী বাতেনী বিষয় ১৪
চোখের কুফলে মদীনা ১৫
৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম ১৫
সংক্ষিপ্ত নামায ১৬
জুমার আদব ১৬
দুঃখ হ্রাস পাবে আর বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে ১৭
তিনটি আমল ১৭
আল্লাহ পাকের দীদার ১৭
পুরো সপ্তাহ শয়তান থেকে হেফাযত ১৭
মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী এবং রিযিক অর্জনের দোয়া ১৮
জামাআত সহকারে নামায পড়ার ফযিলত ১৮
যোহরের চার রাকাত সুন্নাতের ফযিলত ১৯
সবচেয়ে উত্তম আমল ১৯
ঘরে আসা যাওয়ার সময় নফল পড়া ১৯
প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় আল্লাহ পাকের নামের মাধ্যমে বরকত হাসিল করুন ... ২০
কৃপণতার চিকিৎসা ২১
গোপনে নফল সদকা করার ভিন্ন ধরন ২১
সম্পদশালী ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ না করার শাস্তি ২১

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net